বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

নিউজ লেটার

জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৮

যোগাযোগ অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বর্তমানে বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন এবং অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে তাল মিলিয়ে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় ও উদ্যম নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মূল সেতুর ৭০ ভাগের বেশি কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য, পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সফর ও তাঁর মূল্যবান নির্দেশনা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, ঠিকাদার, নির্মাণ শ্রমিকসহ সকলের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশার সঞ্চার করেছে। এই সেতু নির্মিত হলে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ - পশ্চিমাঞ্চল রাজধানী ঢাকার সাথে একীভূত হওয়ার ফলে সারা দেশের যোগাযোগের পথ সুগম হবে। দক্ষিণ অঞ্চলের জনগণের জীবন মানের পরিবর্তন ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গৃহীত কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কুতুবখালী পর্যন্ত ২০ কি.মি. দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের মত বড় বড় প্রকল্পের নির্মাণে কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এছাড়া ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, ঢাকা ইস্টওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ঢাকা সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে কর্তৃপক্ষ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদ্মা সেতু নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন

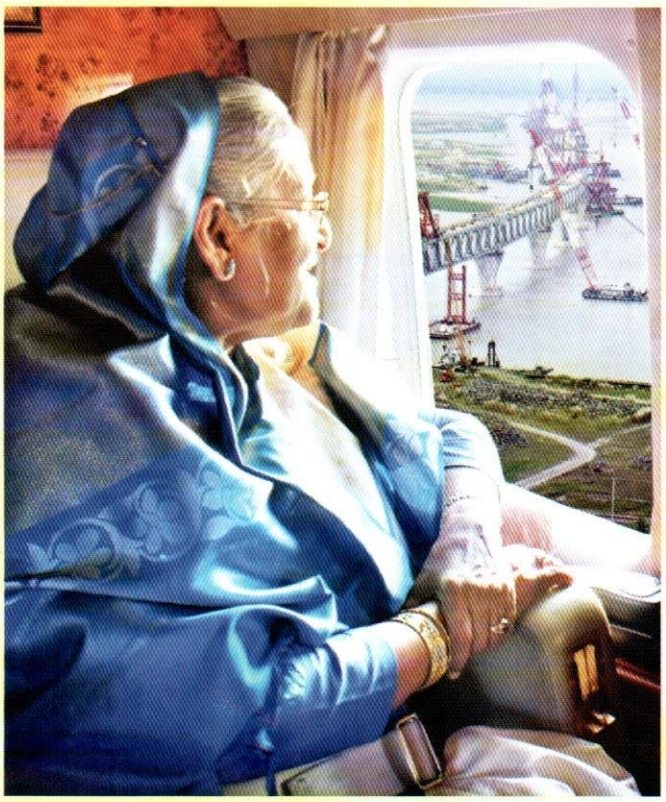

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মুন্সিগঞ্জের মাওয়া এলাকায় পদ্মা সেতুর নামফলক উন্মোচন, মূল সেতু, নদীশাসন কাজসহ পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চলমান কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি জাজিরা ও শিবচর এলাকায় পদ্মা সেতুর নামফলক উন্মোচন, মহাসড়ক বিভাগের ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কে যাত্রাবাড়ী-মাওয়া-ভাঙ্গা ৪ লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ পরিদর্শন ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজেরও শুভ উদ্বোধন করেন। সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। পদ্মা সেতু নির্মাণ কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিভূত হন এবং নির্মাণ কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আওয়ামীলীগ সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বহু প্রতীক্ষিত এই সেতু বাস্তবায়িত হচ্ছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে এ অঞ্চলের ২১টি জেলাসহ সারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি যোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পদ্মা সেতু শিল্প - বাণিজ্যের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, এমপি, স্থানীয় সংসদ সদস্য, প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় সফরের আরও ছবি পরবর্তী পৃষ্ঠায়]

পদ্মা সেতু এলাকা পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

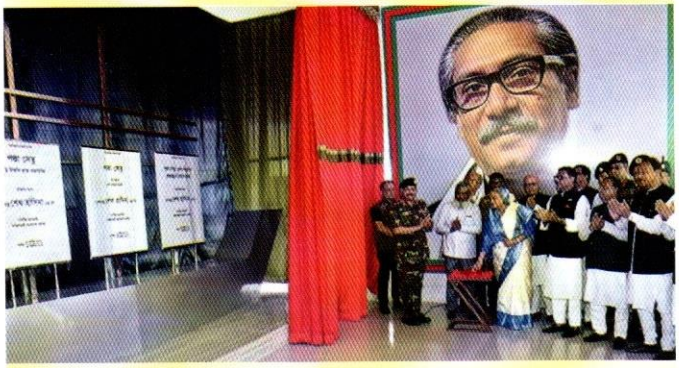

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর নামফলক উন্মোচনসহ মহাসড়কের ঢাকা-মাওয়া অংশের উদ্বোধন এবং মাওয়া প্রান্তে পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুধি সমাবেশে মূল্যবান বক্তব্য এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

'গর্বের সেতু' নির্মাণে পদ্মার দুই পারে বিশাল কর্মযজ্ঞ

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ। পদ্মা সেতু দেশের সর্ববৃহৎ ও আধুনিক বিশ্বের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অবকাঠামো, কোটি মানুষের 'গর্বের সেতু'। ডিসেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত **এই প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬২%**। ডিসেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭,৯০৩.০৩ কোটি টাকা। মোট ৯.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ (ভায়াডাক্টসহ) এই সেতুর প্রধান প্রধান অংশ হচ্ছে : মূল সেতু, নদীশাসন, মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তের সংযোগ সড়ক, সার্ভিস এরিয়া, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।

মূল সেতু : পদ্মা বহুমুখী সেতুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম মূল সেতু। এ কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান China Railway Major Bridge Engineering Group Co. Limited। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পিয়ার ৩৭ ও পিয়ার ৩৮ এর উপর পদ্মা বহুমুখী সেতুর প্রথম স্প্যান 7A বসানো শুরু হয়ে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত জাজিরা প্রান্তে ৫টি এবং মাওয়া প্রান্তে একটি স্প্যানসহ মোট ৬টি স্প্যান বসানো হয়েছে। সর্বশেষ গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিয়ার কলাম পি-৪ ও পিয়ার কলাম পি-৫ এর উপর পদ্মা বহুমুখী সেতুর ৬ষ্ঠ স্প্যান 1E বসানোর মধ্য দিয়ে সেতুর মূল অবকাঠামোর ৯০০ মিটার দৃশ্যমান হয়েছে। মূল সেতুর ২৯৪টি পাইলের মধ্যে ২২০টি পাইল সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪২টি পিয়ারের মধ্যে ১৫টি পিয়ারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

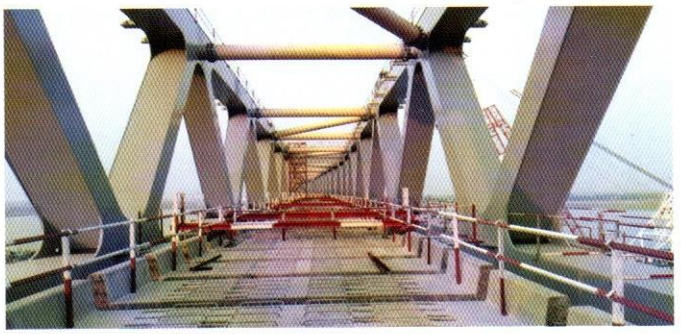

মূল সেতুতে Railway Deck Slab স্থাপন

মূল সেতুর কাজের চুক্তি মূল্য ১২,১৩৩.৩৯ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭,৫৪১.৪২ কোটি টাকা এবং উক্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৭২%।

নদী শাসন : খরস্রোতা উন্মত্ত পদ্মার নদী শাসন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কাজের ঠিকাদার চীনের Sinohydro Corporation Limited. কাজের জন্য বিভিন্ন সাইজের রক, স্টোন চিপস, বালি, সিমেন্ট এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী বিপুল পরিমাণ Mobilization করা হয়েছে। ৫,৯৪,৮০,০০০ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের মধ্যে ২,০৯,৬৬,৫৯৭ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৮০০ কেজি জিও ব্যাগের সংখ্যা ৩৯,০৭,৫০০টি। এর মধ্যে ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে ১১,২৬,৬৯৮টি। ১২৫ কেজি জিও ব্যাগের সংখ্যা ১,৭২,৬৭,৫০০টি। এর মধ্যে ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে ৪৩,১০,৩০৮টির। মোট কংক্রিট ব্লকের (ডাম্পিং+প্লেসমেন্ট) সংখ্যা ১,৩৩,০১,২৪৮টি। কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে ৪৩,৮৩,৩৯০টির। ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে ১৩,৫২,৯২০টি। প্লেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে ৬,৯৬,১৩৩টি। মোট রকের পরিমাণ ১০,১৮,৩৫০ ঘনমিটার। ইতোমধ্যে ঠিকাদার সাইটে রক মোবিলাইজ করেছে ৬,৬৬,৩১০ ঘনমিটার আর ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে ৭২,০৮৬ ঘনমিটার।

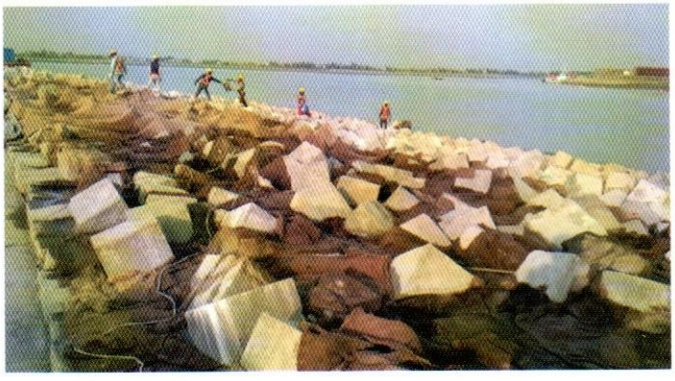

পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীরে উজানে Voids Filling Concrete Curing কার্যক্রম

নদীশাসন কাজের চুক্তিমূল্য ৮,৭০৭.৮১ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় ৩,৭৫৫.৭৬ কোটি টাকা। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৪৮%।

ভূমি অধিগ্রহণ : পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পদ্মা নদীর উভয় পারের তিন জেলা-মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরের ২,৫৪১.৭৯ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া : পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ৩টি সার্ভিস এরিয়া এবং মাওয়া ও জাজিরা সংযোগ সড়কের শতভাগ কাজ শেষ হয়েছে। সংযোগ সড়ক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম : পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সেতুর উভয় প্রান্তে পুনর্বাসন এলাকা, মাওয়া এবং জাজিরা সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়াগুলোতে বনায়নের জন্য ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১,৬৯,৯৫৭ টি গাছ লাগানো হয়েছে। সৃজিত বনায়নের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান আছে।

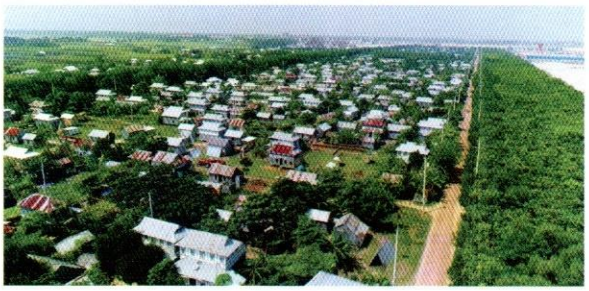

পুনর্বাসন এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত জাদুঘরের জন্য প্রাণির নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ চলমান আছে। জাদুঘরে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৮২০টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এছাড়া, সেতু প্রকল্প এলাকায় কর্মযজ্ঞের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বন্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য 'অভয়ারণ্য' তৈরির লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন কার্যক্রম : পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প হতে ভূমি অধিগ্রহণজনিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬৩৭.৩৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২৬০৬টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৩৫০টি প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮০টি ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্ত) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে স্বেচ্ছায় পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের মধ্যে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৭৩০ জনকে ১৩.৩৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ৪টি পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১০৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। Health Action Plan এর আওতায় ৫টি পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত ৫টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসরত ও অন্যান্য রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা ২৫১৫ জন। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন খাত হতে প্রকল্পাধীন মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

Host Area Development Plan এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সড়ক উন্নয়ন ও নির্মান, ড্রেন নির্মাণ, মসজিদ সংস্কার/পুনঃনির্মাণ/নির্মাণ, কবরস্থান নির্মাণ করা হয়েছে।

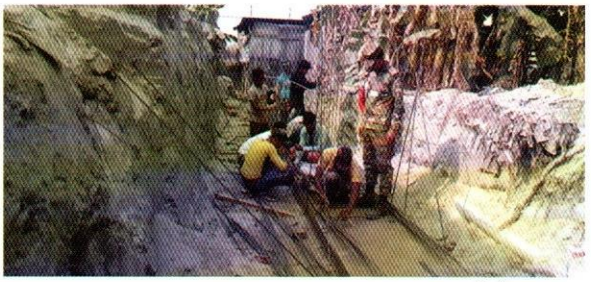

Host Area Development এর আওতায় ড্রেন নির্মাণ

পুনর্বাসন এলাকায় নাগরিক সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ৫০টি হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ

দ্রুত এগিয়ে চলছে স্বপ্নের টানেল নির্মাণ কাজ

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের ঋণচুক্তি গত ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কার্যকর হয়। ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে Third Disbursement পর্যন্ত Mobilization Pavment, Temporary wall-West Side ও TBM Machine বাবদ ১৯৯.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের পতেঙ্গা ও আনোয়ারা প্রান্তে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ২১৯.৫৮২৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও রিকুইজিশন সম্পন্ন হয়েছে। ৩৬৩.৬৬৪৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও রিকুইজিশনের বিষয়টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের কাজের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩১৩.১৪১১ একর ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এনজিও সিসিডিবিকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের সাইট অফিসে Panel of Expert (POE) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভা শেষে তিনি প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।

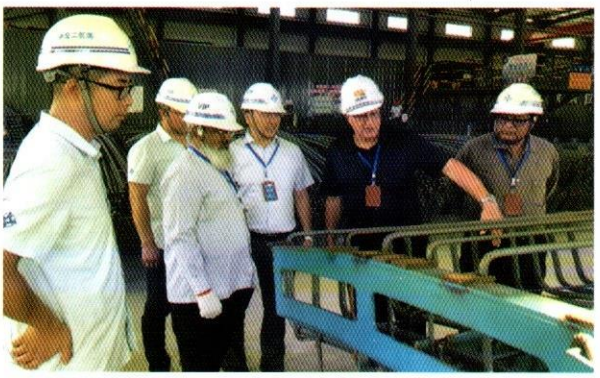

সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন

প্রকল্প সাইটে পানি সংযোগ প্রদানের জন্য আরডিএ, বগুড়া এর মাধ্যমে পতেঙ্গা প্রান্তে দুটি এবং আনোয়ারা প্রান্তে দুটিসহ সর্বমোট চারটি নলকূপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পতেঙ্গা ও আনোয়ারা উভয় প্রান্তে ২ মেঃওঃ করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। পতেঙ্গা প্রান্তে সাব স্টেশন নির্মাণপূর্বক ১৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ এর স্থায়ী সংযোগ বিগত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে আনোয়ারা প্রান্তে ১৫ মেঃওঃ সাব-স্টেশন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন POE এর সদস্যগণ

পতেঙ্গা অংশে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইট ক্যাম্প, আবাসন ও Batching Plant এবং অন্যান্য Facilities নির্মাণ কাজসহ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাইট অফিস ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পতেঙ্গা প্রান্তে টানেল বোরিং মেশিন launching এর জন্য ওয়ার্কিং শাফট এবং প্রয়োজনীয় Cut & Cover অংশের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। জি-১ রোড এর কাজও চলমান রয়েছে।

চলছে Tunnel Boring Machine (TBM) Asssembling এর কার্যক্রম

আনোয়ারা অংশে চলমান সাইট ক্যাম্প,আবাসন, Batching Plant ও Water Treatment Plant সহ অন্যান্য Facilities নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ওয়ার্কিং শাফট ও Cut & Cover এর কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৮১.৪ মিটার ডায়াফাম ওয়ালের ৪২২.৪ মিটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, Cast-in-Situ Bored Pile, Rotarz Jet Grouting-এর কাজ চলমান রয়েছে। আনোয়ারা প্রান্তে ৭২৭ মিটার Viaduct নির্মাণ কাজের ১২১টি Cast-in-Situ Bored Pile এর মধ্যে ৩২টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সার্ভিস এরিয়ার বালি ভরাটের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ৭,৫০,০০০ ঘন মিটার (৪৬.৮৭%) বালি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চীনের জিয়াংসু প্রদেশের জেংজিয়ান শহরে টানেল সেগমেন্ট কাস্টিং প্ল্যান্টে সেগমেন্ট নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এ পর্যন্ত ১৯৫৯২টি সেগমন্টের মধ্যে ৬০৯৫টি সেগমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে (৩১.১৪%)। ইতোমধ্যে ২২৪০টি সেগমেন্ট চট্টগ্রাম সাইটে আনা হয়েছে।

প্রকল্প সাইটে সেগমেন্ট প্লেসমেন্ট এলাকা

Tunnel Boring Machine (TBM) গত ২৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে এবং বর্তমানে Tunnel Boring Machine (TBM) এর নিরীক্ষণ কাজ চলমান আছে।

রাজধানীর যানজট নিরসনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পটি ৩টি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীকে প্রথম ধাপের জমি হস্তান্তরের ১২ মাস পর ২য় ধাপ এবং ২৪ মাস পর ৩য় ধাপের জমি হস্তান্তর করা হবে। ১ম ধাপের জমি বিনিয়োগকারী বরাবর হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। ২য় ধাপের জমি মার্চ ২০১৯ মাসে হস্তান্তর করা হবে।

প্রথম ধাপের ব্যক্তি মালিকানাধীন ৭.৬৬৯০ একরসহ মোট ৬৯ একর জমি এবং ২য় এবং ৩য় ধাপের ব্যক্তি মালিকানাধীন কম বেশী ২০ একরসহ মোট ১৪৬ একর জমি প্রয়োজন। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সরকারী সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় জমি ব্যবহারে অনাপত্তি পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসন অফিস ও ক্ষতিগ্রস্তদের ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে চেক প্রদান অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত ইউটিলিটি ও অবকাঠামো অপসারণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

Investment Promotion Financing Facility (IPFF) এর আলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের বর্তমান বাজারদরে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১ম ধাপের ক্ষতিগ্রস্তদের প্রায় ১৮৮ কোটি ১৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৫১ টাকা, ২য় ধাপের প্রায় ১৬২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩০০ টাকা, ৩য় ধাপে প্রায় ৩২ কোটি ৭১ লক্ষ ১৩ হাজার ১৮ টাকা এনজিও'র মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ৫৪৪৪ জনকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩৮২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬ হাজার ৮৯৯ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ১ম ধাপের ১২৮৯টি পাইল, ২৭০ টি পাইল ক্যাপ, ২৫৭টি কলাম ও ৫৬টি ক্রস ভীম এবং ২৮৬টি আই-গার্ডারের নির্মাণ শেষ করেছে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেওয়ে পিপিপি প্রকল্পের নির্মিত কলাম

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও ৪৭ কি.মি নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন - বিমান বন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, মানিক মিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতীশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ী ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ওঠা-নামা করতে পারবে। তিনটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Block-A, Shamwhan-Mir Akter JV. Block-B : NDE-TCL JV. and Ancillary work: NDE-TCL JV পুনর্বাসন এলাকার ভবন নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেওয়ে পিপিপি প্রকল্পের চলমান আই গার্ডারের নির্মাণ কাজ

ইতোমধ্যে ভবনমসূহের পাইল কাস্টিং ও পাইল ড্রাইভিং সম্পন্ন হয়েছে এবং গ্রেড বীম ও অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।

বর্তমানে যানজটের কারণে যানবাহনের যে পরিমাণ জ্বালানী ও মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় এই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। ঢাকা শহরের অসহনীয় যানজট নিরসনেও রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্প (এলিভেটেড অংশ)

রাজধানীর যানজট কমাতে গাজীপুর হতে শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট সংক্ষেপে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

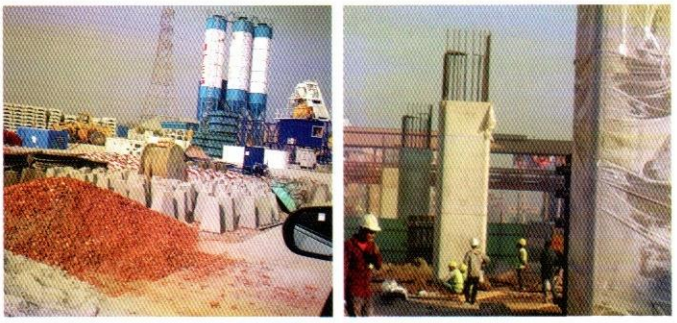

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পের চলমান কাজ

উক্ত প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ নির্মিত হবে। ইতোমধ্যে বিস্তারিত ডিজাইন, দরপত্র এবং টেকনিক্যাল বিড মূল্যায়ন হয়েছে। ১৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদার তার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছে। মূল প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে মোট ২০৩৯.৮৪ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ উত্তরা হাউজ বিল্ডিং থেকে টঙ্গীর চেরাগআলী মার্কেট পর্যন্ত। এলিভেটেড অংশের জন্য ব্যয় হবে ৯৩৫ কোটি টাকা। বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লেন নির্মিত হলে এটি ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। প্রকল্পটির কাজ ২০২০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। ১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চীন সরকারের সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চলমান ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হবে। এটি নির্মিত হলে ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আব্দুল্লাহপুর আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। সর্বোপরি ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা দূরীকরণে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী - কেরানিগঞ্জ - ফতুল্লা - বন্দর হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে মালয়েশিয়া সরকার প্রস্তাব দিয়েছে। মালয়েশিয়া সরকারের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে মালয়েশিয়া সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি জাতীয় মহাসড়ক N5 (ঢাকা-আরিচা), N8 (ঢাকা-মাওয়া) এবং N1 (ঢাকা-চট্টগ্রাম) এর সাথে সংযুক্ত হবে।

এটি নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহন পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম-সিলেটসহ পূর্বাঞ্চলে সরাসরি চলাচল করতে পারবে। এর ফলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে।

সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে সাবওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য প্রাথমিকভাবে চারটি রুট অ্যালাইনমেন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে অ্যালাইনমেন্ট চূড়ান্ত করে বিস্তারিত ডিজাইনের ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

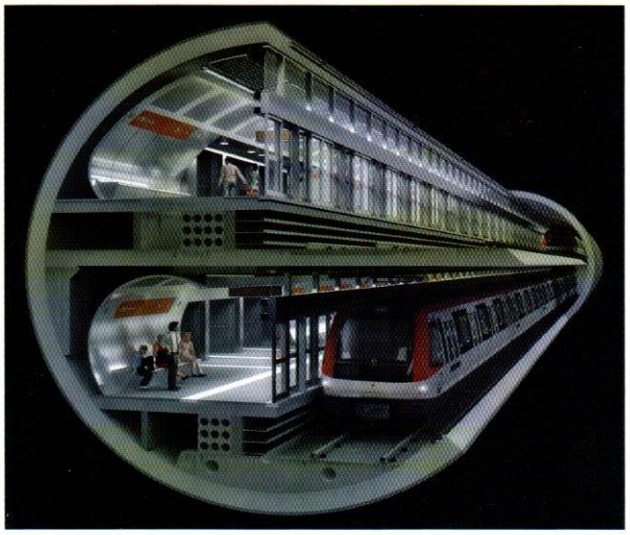

প্রস্তাবিত ঢাকা সাবওয়ের স্টেশন

২২৪.৫৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ভিত্তিতে সাবওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে এই সাবওয়ে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখবে। এটি নির্মিত হলে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ মাটির নীচ দিয়ে চলাচল করতে পারবে। ভূমির উপরিভাগে জনসাধারণের চলাচল হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশ আরও উন্নত হবে।

নতুন নতুন সেতু নির্মাণের উদ্যোগ

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার "রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর","লেবুখা-লী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর", "কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া- কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর" সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত ৩টি সেতু নির্মাণে ১৯৪৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

তাছাড়া ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-সড়কে মেঘনা নদীর উপর, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর এবং বরিশাল ও ভোলার মধ্যবর্তী তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর অর্থাৎ মোট ৫টি সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে Understanding Sustainable Development Goals (SDGs) and e-Governance for SDGs বিষয়ক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এসডিজি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান বক্তা হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা, Delegation of Administrative and Financial Power in Reference to BBA, Understanding and Using the FIDIC Conditions of Contract, Effective Budget & Budgetary Control, Public Private Partnership (PPP), Submission Of Income Tax Return And Relevant Tax Laws, Envlronmental Issues of Project Management-EIA & EAP, Training/Workshop on Innovation, তথ্য অধিকার আইন-২০১৯: জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন ২০০১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৭, Construction of Large Bridges Perspective Bangladesh, Project Management Professional (PMP) ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৫৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণ

সেতু বিভাগের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসন টাঙ্গাইল ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের সহযোগিতায় ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা উপলক্ষে টাঙ্গাইলে 'বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ৬ অক্টোবর ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক ছিলেন, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ও সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। জেলা প্রশাসক খান মো. নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কায়সারুল ইসলাম। সেমিনার পেপার উপস্থাপন করেন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব দেওয়ান সাঈদুল হাসান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন। পদ্মা সেতুসহ দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, 'উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে টাঙ্গাইলে ৪-৬ অক্টোবর ২০১৮ অনুষ্ঠিত ৪র্থ উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। মেলায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়।

সেমিনারে উপস্থিত প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন), সেমিনার পেপার উপস্থাপকসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ও সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম আলোচনা করছেন

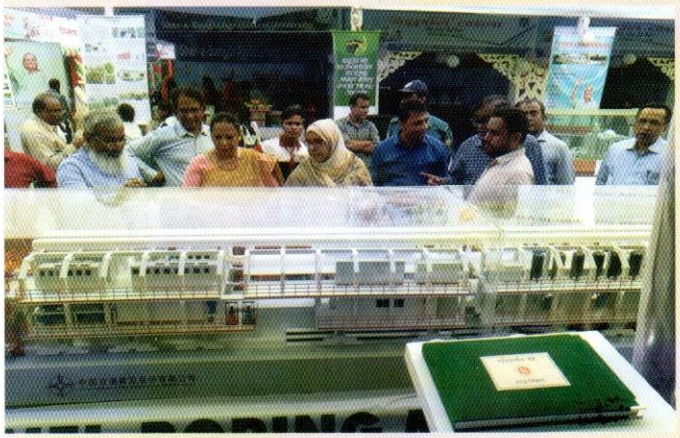

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলার প্রথম দিনে সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের স্টল পরিদর্শন করছেন

মেলায় স্টল সজ্জিতকরণে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করছেন মো: রুপম আনোয়ার, অতিরিক্ত পরিচালক (পিঅ্যান্ডডি), বাসেক

পদোন্নতি

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ মনিরুল আলম ২৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) পদে কর্মরত আছেন।

মোঃ মনিরুল আলম

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মোঃ শফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) জনাব আবু হুমায়ুন মোঃ শাখাওয়াত আকতার ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মোঃ শাখাওয়াত আকতার

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মোঃ ওহিদুজ্জামান

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) সৈয়দ রজব আলী ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

সৈয়দ রজব আলী

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মোঃ আবুল কালাম

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) জনাব এ আর খায়রুজ্জামান ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

এ.আর খায়রুজ্জামান

পিআরএল এ গমন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) পরিচালক (পিঅ্যান্ডডি) ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আলীম উদ্দিন আহমেদ গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিআরএল এ গমন করেন।

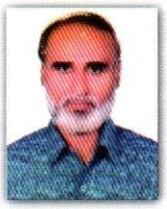

আলীম উদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) প্রধান প্রকৌশলী জনাব কবির আহমেদ গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিআরএল এ গমন করেন। তিনি বিসিএস (সওজ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ছিলেন।

কবির আহমেদ

যোগদান

কাজী মোঃ ফেরদাউস ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী চলতি দায়িত্ব পদে যোগদান করেন।

কাজী মোঃ ফেরদাউস

নিউজ লেটার প্রকাশনা কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

পরামর্শক : পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
পরিচালক (পিঅ্যান্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

এডিটরিয়াল কমিটি

আহবায়ক : উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সদস্য : উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সদস্য : নির্বাহী পরিচালকের একান্ত সচিব বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সদস্য : উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সদস্য সচিব : জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা-১২১২।
ফোন : +৮৮-০২-৫৫০৪০৩৩৩ ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০৪০৪৪৪
www.bridgesdivision.gov.bd; www.bba.gov.bd